Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 49-53
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রেক্ষিতে নদীয়ার বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা

সঞ্জিত ভক্ত, *গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
ড. সুজয় কুমার মন্ডল, *অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.04.2025; Accepted: 28.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Communalism is a curse of society. Currently, the way of communalism is rearing its head is leading the society towards destruction. The only solution to save it is to create a harmonious environment by preventing communalism and hatred among each other. If we study folklore carefully, we will see that almost every element of folklore plays an essential role in creating a harmonious environment in the society. The folk festivals are one of the various elements of folklore that help tackle the growth of communalism and create an atmosphere of harmony. Folk festivals bring together people from all castes, classes, and creeds in the society and create a harmonious environment by observing various folk customs and practices associated with those folk festivals. Folk festivals play an important role in creating and maintaining communal harmony. One such folk fair is the Birhi Bhaiphonta Mela. Through unity, cultural exchange, and mutual respect, the Bhaiphontar Mela of Birhi plays an important role in promoting communal harmony and social cohesion. Kali Puja is one of the main fair or pujas of Bengalis. Bhaiphonta is celebrated just a day after Kali Puja. This date is called Bhatri-Dwitiya. Around this Bhaiphonta, a three-day fair is organized every year at Birhi Gopaltala, which is known as the Bhaiphontar Mela of Birhi. Where Hindus and Muslims of all castes and religions come together, and those who do not have children pour drops on the walls of the Gopal temple at the Gopal Tala in the hope of having a son and those who do not have a brother apply the mark of Sandalwood and Curd paste on the walls of the Gopal Mandir at the Gopal Tala of Birhi in the hope of having a brother. On Bhatri-Dwitiya day, everyone, regardless of caste or creed, applies the mark of Sandalwood and Curd paste on the walls of the Gopal temple, considering them as their brothers; this creates a sense of love and harmony, breaking communalism and creating an atmosphere of harmony. Here, no restrictions could be imposed on the people of the society, and if a Muslim family has a son, he is named Gopal. In addition, various events are held at the Gopal Mandir, such as the Dol Utsav, every day at four o'clock in the morning, Bhor Aarti is performed, afterwards sugar and butter are offered to Gopal, and in the morning, fruit and water is offered, in the afternoon a special food preparation known as Anya-Bhog is offered, and in the evening, water and sweets are offered for worship. There is no religious barrier; rather, people of all religions can be seen freely participating in every ritual. In a world where the headlines are riots, violence, oppression, and hatred of one religion towards another, the estranged Bhaiphonta Mela, which ignores all these and binds together in harmony, will be highlighted in the article under discussion.

Key words: Bhaiphonta Mela, Communal Harmony, Folk fair, Festival.

ভারতবর্ষ এমন একটি বৈচিত্রময় দেশ; যেখানে মিলিত ঐক্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায়ের বসবাস। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই ঐক্য বিদ্যমান। সর্বধর্ম সমন্বয় রক্ষাকারী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা

অন্যতম। এখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান সবধর্মের মানুষ একত্রে বসবাস করে। হিন্দু, মুসলিম 'একেই বৃন্তে দুটি কুসুম' এর মতোই অবস্থান করে এবং একে অপরের পালিত উৎসবে মিলিত হয়ে আনন্দে মেতে উঠে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে বারো মাসে তেরো পার্বণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব শুরু হয়। এই উৎসবকে ঘিরেই একের পর এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আর মেলা মানেই মিলন, ক্ষেত্র যেখানে সমস্ত শ্রেণির মানুষ মিলে মিশে একাকার। মেলায় বিভিন্ন মনোরঞ্জনের জিনিস, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিস পত্র কেনা বেচার বাজার, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতিনীতি, লোকবিশ্বাস ও বিনোদনের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের সমাবেশ ঘটে ফলে সকল বাধা ভেঙ্গে এক লহমায় চুরমার হয়ে যায়। বাংলার বেশিরভাগ মেলা মূলত ধর্মকে অবলম্বন করে সংগঠিত হয়। তেমনি একটি মেলা বা উৎসব নদীয়া জেলার বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা, যার উদ্ভবকাল আনুমানিক ৫০০ বছর পূর্বে। বিরহীর ভাইফোঁটার মেলায় জাতপাতের বেড়া উপেক্ষা করে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় অংশ নেয়। ফলে এক কথায় বিরহীর ভাইফোঁটার মেলাকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন মেলাও বলা যায়।

লোকসংস্কৃতি ও বিরহীর ভাঁইফোটার মেলা: লোকসংস্কৃতি হল লোকায়ত সমাজের সামগ্রিক জীবন-চর্চা ও মানস-চর্চার ফসল। তাই এই লোকায়ত সমাজ গঠিত হয় সমভাবাপন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী, ভাষাগোষ্ঠী, পেশাগত গোষ্ঠী ইত্যাদির ভিত্তিতে। প্রত্যেকটি লোকায়ত সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যখন বংশপরম্পরায় বাহিত হয়, তখন তাকে লোকসংস্কৃতি বলে। লোকসংস্কৃতির মূল বিষয় হল সমষ্টিগত ধারণা। সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের চিন্তা-চেতনা, ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা, দর্শন, আবেগ, অনুভূতির সংমিশ্রণে লোকসংস্কৃতির উপাদান সম্পৃক্ত। তাই লোকসংস্কৃতির উপাদান অনেক সময় কোন একটি গোষ্ঠীর আত্মপরিচয় জ্ঞাপক। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান কোন একটি জাতি বা গোষ্ঠীর বৃত্তের পরিসীমাকে ছাড়িয়ে সমাজ বা জাতির সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত এমন বহু উপাদান আছে যেগুলিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায়। লোকসংস্কৃতি চর্চায় নদীয়া জেলার মেলা অন্যতম ভূমিকা পালন করে। আমরা যদি নদীয়া জেলার লোক উপাদানগুলির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির মধ্যে লোক উৎসব অন্যতম। আর এই লোক উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয় এবং শুভেচ্ছার বিনিময় ঘটে। এই মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম হল নদীয়া জেলার বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা। বিরহীর ভাইফোঁটার মেলার প্রধান দৃষ্টান্তই হল ধর্ম নিরপেক্ষতা। তাই বিরহীর ভাইফোঁটার মেলায় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের মানস কামনা পূরনের আশায় আসে পূজা দেয় এবং পালনীয় রিতিনীতি পালন করে, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম দৃষ্টান্ত রাখে তা আর বলার অবকাশ রাখে না।

নদীয়ার বিরহীর ভাঁইফোটা মেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়: প্রিয়া বিনা মদন গোপাল যে বিরহ, এরকেমই তাৎপর্য বাঁধা গ্রাম 'বিরহী'। কৃষিকেন্দ্রিক নদীয়া জেলার বিরহীর অন্যতম মেলা ভাইফোঁটার মেলা। বাঙালিদের প্রধান উৎসব বা পূজাগুলির মধ্যে কালীপূজা অন্যতম। কালীপূজার ঠিক একদিন পর হয় ভাইফোঁটা। এই তিথিকে বলা হয় ভাতৃ-দ্বিতীয়া। সারা পৃথিবীতে যেখানে শিরোনাম দাঙ্গা, হানাহানি, অত্যাচার, এক ধর্মের প্রতি অন্য ধর্মের বিদ্বেষ তখন এই সব কিছু উপেক্ষা করে সম্প্রীতি বাঁধনে বেধেছে বিরহী ভাইফোঁটার মেলা। যেখানে হিন্দু-মুসলিম সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেদের সঁপে দিয়ে শান্তির খোঁজ করে। ভাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই গোপাল মন্দিরের দেওয়ালে ফোঁটা দেন নিজের ভাই মনে করে। আর এই ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে তিনদিনের মেলাও বসে।

প্রত্যেকটি মন্দির আর মন্দিরকে কেন্দ্র করে উৎসব বা মেলা গড়ে ওঠার নেপথ্যে অনেক লোককথা প্রচলন রয়েছে যায়। বিরহীর ভাইফোঁটার মেলাও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। নদিয়া জেলার বিরহীর পূর্ব দিকে হালদার পাড়া নামে একটি পাড়া ছিল যেখানে কিছু ঘোষ পরিবার বসবাস করত। তাদের মধ্যে একটি পরিবারের কোন সন্তান ছিল না। সন্তান না থাকায় তারা দুঃখে স্বামী-স্ত্রী মিলে ঠিক করলেন বৃন্দাবনে যাবেন সন্তানের জন্য কৃষ্ণ আরাধনা করতে। তখনকার দিনে যানবাহন ব্যবস্থা ভালো ছিল না, যার ফলে তারা স্বামী-স্ত্রী পায়ে হেঁটে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। কিছু দূর গেলে বর্তমানে যেখানে গোপাল মন্দির আছে সেখানে পৌঁছালে হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে এক শিশুর কান্না শুনতে পায়। স্বামী-স্ত্রী সেখানে গিয়ে দেখে একটা ছোট্ট বাচ্চা কান্না করছে। তারা ভাবলেন যে তারা সন্তানের আশায় বৃন্দাবনে যাচ্ছিলেন বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের আশা পূরণ করেছে। তাই তারা সন্তান স্নেহে বাচ্চাটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে লালন পালন করতে লাগলেন এবং নাম রাখলেন গোপাল। গোপাল বড় হলে প্রত্যেকদিন গরু চরাতে

যেত। গোপাল গুরু চরাতে গিয়ে গুরু ছেড়ে দিয়ে আপন মনে কাঁঠাল গাছের ডালে বসে বাঁশি বাজাতো। আর গরুগুলি গ্রামের চাষিদের জমির ফসল নষ্ট করত। তারা গোপালকে বললে গোপাল কোন কর্ণপাত করত না এমনি কি চাষিরা তাঁর বাবাকে নালিশ করে আসলে বাবা গোপালকে বোঝালেও গোপাল একেই কাজ করতে থাকে। একদিন চাষিরা গোপাল তাড়া করলে গোপাল ছুটে গিয়ে এক কাঁঠাল গাছের সামনে দাঁড়ালে গাছটি ফাঁকা হয়ে যায়, তাঁর মধ্যে গোপাল ঢুকে পরলে গাছটি বন্ধ হয়ে যায়। চাষিরা খোঁজাখুঁজি করেও গোপালকে না পেয়ে তাঁর বাবা মাকে খবর দেয় তারাও এসে গোপালকে খুঁজে পায় না। সেদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে গোপালের বাবা স্বপ্ন দেখেন, গোপাল তাকে বলছেন দেখ তুইতো সন্তানের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন যাচ্ছিলি, আমি তোর সন্তান রূপেই তোদের কাছে এসেছিলাম। চাষিরা তো আমায় থাকতে দিলো না তাই বাধ্য হয়েই মিলিয়ে গেলাম। আমাকে যেখানে পেয়েছিল তাঁর পাশ দিয়ে যে যমুনা নদীটি বয়ে গিয়েছে। তুই কাল সকালে সেখানে যাবি গেলে দেখতে পাবি একটা কাঠ ভেসে আসছে তাকে তুলে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবি। ঠিক একেই স্বপ্ন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও দেখেন। তাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভেসে আসা সেই কাঠ দিয়ে গোপালের বাবাকে মূর্তি গড়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত পূজা হয়ে আসছে। কিছুদিন পর আবার স্বপ্ন দেখেন যে গোপাল বলছে রাধা বিনা থাকি কি করে। রাধা বিরহে আমি কাতর হয়ে আছি। আবার আদেশ দেন ঐ যমুনা নদী দিয়ে আরেকটা কাঠ ভেসে যাবে তাকে আমার পাশে প্রতিষ্ঠা করবি। একইভাবে সেই কাঠ দিয়ে রাধার মূর্তি গড়ে তাঁর পাশে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিবছর দোলের পরের দিন এই ঠাকুর চলে যায় রাজবাড়িতে বারোদোলের মেলায় আগত ১২ টি বিগ্রহের মধ্যে বিরহীর গোপাল অন্যতম। গ্রামবাসীরা এই বিগ্রহ দিয়ে আসে আবার তাঁরা নিয়ে আসে। প্রত্যহ গোপালের পূজা দেওয়া হয় এবং যমুনার ওপার ভোগের পাড়া থেকে ভোগ আসে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ তাঁদের বাড়ির গাছের প্রথম ফল এবং খেতের প্রথম ফসল মদনগোপালের ভোগের জন্য দেন৷ প্রতি বছর এই মদন গোপাল মন্দির চত্বরেই আয়োজন হয় ভাইফোঁটার৷ সবচেয়ে ভাইফোঁটার মেলাই বেশি জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র-১:
বিরহীর গোপাল তলার গোপাল

নদীয়ার বিরহীর ভাঁইফোটা মেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিগত প্রেক্ষিত: নদীয়ার বিরহীর ভাইফোঁটা মেলা সম্প্রীতি রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখে। বিরহীর ভাইফোঁটা মেলাটির সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই মন্দির ঘিরে গড়ে উঠেছে এক সম্প্রীতির পরিবেশ। ভাইফোঁটার দিন যাদের পুত্র সন্তান নেই বা যাদের ভাই নেই তাঁরা পুত্র বা ভাইয়ের আশায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা গোপালের মন্দিরের দেওয়ালে গোপালের উদ্দেশ্যে ফোঁটা দেয়। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে মেলায় উপস্থিত সকল পুরুষকেও হিন্দু-মুসলিম মেয়েরা একেই ভাতৃজ্ঞানে ফোঁটা দেন। এই রকম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব মিলন স্থল বিরল। এই উৎসবটিকে শুধু যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণেই দেখি, তাহলে বোঝা যায় যে, ধর্ম নিশ্চিত ভাবেই মানুষকে ধারণ করে রাখে, কোনো ধর্মাবলম্বীদের নয়। এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। আর মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েদের এহেন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে বাধা দেন না তাদের সমাজ। বরং এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আশেপাশের গ্রামগুলিতে অনেক মুসলিম পরিবারের সন্তানের নাম রাখা হয় গোপাল। ভাইফোঁটাকে কেন্দ্র করে পরকে আপন করার এই মেলা, সম্প্রীতির এক অপূর্ব নিদর্শন করে। বিরহী এই গোপাল মন্দিরে শুধু ভাইফোঁটার মেলাই উৎসব হয় তা নয়। ভাইফোঁটা ছাড়াও প্রত্যহ সকালে ফল, জল, দুপুরে অন্ন ভোগ দেওয়া হয় আর বিকেল পর সন্ধ্যার সময় জল মিষ্টি সহকারে পূজা ও সন্ধ্যারতি হয় । এই সময় মন্দিরের পাশে বসবাসকারী মানুষেরা আসে। শুরু হয় ঢোল, কাঁসি, ঘণ্টা, করতাল ইত্যাদি সহকারে কীর্তন। এছাড়াও বিশেষ অনুষ্ঠানে মহাসমারোহে কীর্তন হয়। রাখী-বন্ধন, জন্মাষ্টমী ও দোল উপলক্ষ্যে মেলা বসে। ঐ দিনগুলিতে হিন্দু-মুসলিম সকলেই গোপালকে রাখী পরায় ও আবিরে রাঙিয়ে দেয়। তবে রং খেলার দিন গোপাল তলা থেকে গোপালকে কাঁধে করে নিয়ে দোল মন্দিরে নিয়ে দোলনায় বসানো হয় ভোর ৩.৩০ থেকে ৪.৩০ নাগাদ। ঐ দোল মন্দিরে গিয়েই সকলে রাধা কৃষ্ণের পায়ে আবির দিয়ে রং খেলা শুরু করে। মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় পড়লে সেই সমস্যা থেকে মুক্তির আশায় গোপালের কাছে মানত করে। মানত করে বেশিরভাগ মানুষই মন্দিরে চত্বরের আমগাছে ঢিল বাঁধে। এলাকার মানুষ

বাড়িতে নতুন গাছের ফল, গরুর বাচ্চা দেওয়ার পর প্রথম দুধ গোপালের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে পরে তারা খায়। এছাড়াও নতুন সাইকেল বা বাড়ি কিনলে গোপাল মন্দিরে এসে পূজা দিয়ে যায় এবং বাচ্চার মুখে ভাতের মত সামাজিক অনুষ্ঠানও গোপাল মন্দিরে হয়। ফলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের যোগদানের ফলে এক সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি হয়। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসঙ্গে কবি অতুল প্রসাদ সেনের দুটি লাইন উল্লেখ করা যেতে পারে.....

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"[১]

বিরহীর ভাইফোঁটার মেলার আর্থসামাজিক অবস্থা: বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা আর্থসামাজিক দিক দিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই মেলার জন্য মেলা কমিটির পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছ থেকে তিন দিনের অনুমতি চাইলেও সাতদিন ধরে আড়াই বিঘে জমিতে মেলা বসে। মেলায় আগত দোকানদারদের কাছ থেকে চাঁদা হিসেবে কিছু টাকা নেওয়া হয়, যা গোপাল মন্দিরের উন্নয়নের কাজে লাগে। সাত দিনের মেলায় বিভিন্ন জায়গা থেকে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ ভীর করে। তাঁরা বেশিরভাগ অটো, টোটো, ট্রেন বা অন্যান্য যানবাহনে করে আসে। মেলায় গজা এবং কাঠের জিনিস বেশি বিক্রি হয়। আবার কাঠের জিনিসের মধ্যে নিম কাঠের তৈরি জিনিস বেশি বিক্রি হয় কারন বিরহীর গোপাল নিম কাঠের তৈরি তাই। এছাড়াও দেবদেবীর ছবি, মানিহারি জিনিস, বাচ্ছাদের খেলনা, জিলিপি, বাদাম, বিভিন্ন মুখোরোচক খাবার ও বাড়িতে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের দোকান বসে। মেলায় আগত দর্শনার্থীরা মেলার দোকানপাট থেকে জিনিস পত্র ক্রয় করেন, দোকানদারাও এই মেলা থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জন করছেন।

বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বা পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি সামাজিক মেলবন্ধনের মেলা। ভাইফোঁটার মেলার উদ্দেশ্যই হল ভাই-বোনের সম্পর্ককে মজবুত করা। বিরহীর ভাইফোঁটার মেলায় বিভিন্ন ধর্মের মহিলারা তারা পুত্র সন্তানের আশায় আবার যেই বোনের ভাই নেই সেই বোনেরা ভাইয়ের আশায় মেলায় আসে এবং ভাতৃজ্ঞানে গোপাল মন্দিরের দেওয়ালে ভোঁটা দেয় এবং মেলায় আগত বিভন্ন ধর্মের পুরুষদেরও ভাতৃ জ্ঞানে ফোঁটা দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এই মেলায় যোগদানের ফলে সামাজিক যে মেলবন্ধন তৈরি হয়, যা সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করে।

বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার পরিবর্তন ও বর্তমান প্রক্ষিত: মেলার কয়েকদিন বিরহী গোপাল মন্দিরের সামনে বহু বিচিত্র দ্রব্য ও পন্যসামগ্রীর মেলা বসে, আয়োজন হয় নানা আমোদ-প্রমোদের। মেলার দিনগুলিতে অজস্র মানুষ বিরহীর ভাইফোঁটার মেলায় এসে মিলিত হন, জিনিসপত্র কেনাবেচা করেন, নাগরদোলা প্রভৃতি আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দুরদুরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসে গোপাল মন্দিরের দেওয়ালে ফোঁটা দেয়, ধূপকাঠি-মোমবাতি ও পূজা সামগ্রী দিয়ে পূজো দিয়ে মেলায় ঘুরে বাড়ি ফিরে যান। বর্তমান সময়ে মেলার যে বিস্তার ও পরিধি লক্ষ্য করা যায় তা অনেকাংশে সংকোচিত হয়েছে এবং পুরানো মন্দির ভেঙ্গে নতুন ভাবে তৈরি করা হয়েছে। মন্দিরের সামনে যে যমুনা নদী প্রবাহিত ছিল তা অনেক অংশে সংকোচিত হয়ে গিয়েছে। নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যেও বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা টিকে আছে ভবিষ্যতেও থাকবে এবং অটুট থাকবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিবেশ এমনটা আশা করা যায়।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, সারা বাংলা তথা নদীয়া জেলায় যে সব উৎসব বা উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয় যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় অন্যতম ভূমিকা পালন পালন করে তাদের মধ্যে অন্যতম বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা। এই মেলাটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম নিদর্শন। এখানে একেই দিনে একেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মিলন ঘটে। একটি মেলা বা উৎসব মানুষকে কত আপন করতে পারে, কত মানুষ বিভেদ ভুলে এক হতে পারে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষিতে আলোচ্য মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। নদীয়া জেলার এই মেলাটি হিন্দু-মুসলিম সমাজের মেলবন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তা এক কথায় অনস্বীকার্য। ঐক্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে, বিরহীর ভাইফোঁটার মেলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক সংহতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই অনেক বিবর্তন ও পরিবর্তনের পরেও এই মেলা আজও সুনামের সাথে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, আগামীতেও হবে আশা করা যায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে এই মেলাকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

তথ্যদাতা:

রায়, শান্তি সিনহা, বয়স-৭২, লিঙ্গ- পুরুষ, বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার বর্তমান সম্পাদক, বিরহী, নদীয়া।
রায়, অতুল, বয়স-৭৩, লিঙ্গ- পুরুষ, বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার বর্তমান কোষাদক্ষ, বিরহী, নদীয়া।
শীল, সত্যনারায়ন, বয়স-৫২, লিঙ্গ- পুরুষ, বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার দর্শনার্থী, বিরহী, নদীয়া।
দাস, রাধা মনি, বয়স-৮০, লিঙ্গ- স্ত্রী, বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার দর্শনার্থী, চাকদহ, নদীয়া।
মণ্ডল, রবি, বয়স-৫৩, লিঙ্গ- পুরুষ, বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার দর্শনার্থী, হরিণঘাটা, নদীয়া।
মণ্ডল, আবু বক্কর, বয়স-৭২, লিঙ্গ- পুরুষ, বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার দর্শনার্থী, হরিণঘাটা, নদীয়া।
মৃধা, হরি, বয়স-৫৬, লিঙ্গ- পুরুষ, বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার দর্শনার্থী, শিমুরালি, নদীয়া।
বিবি, আয়েশা, বয়স-৪৯, লিঙ্গ- স্ত্রী, বিরহীর ভাইফোঁটা মেলার দর্শনার্থী, আয়েশপুর, নদীয়া।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. মন্ডল, আনন্দমোহন, (সম্পা.), নদীয়া সংস্কৃতির সন্ধান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৮
২. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ১৯৯৫
৩. চৌধুরী, দুলাল, বাংলার লোকউৎসব পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭
৪. চৌধুরী, দুলাল, (সম্পা.) বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমী অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪
৫. ভট্টাচার্য, মালিনী, ও অন্যান্য (সম্পা.), জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ নদীয়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৩
৬. মল্লিক, শ্রীকুমুদনাথ, নদীয়া কাহিনী, নদিয়া-কাহিনী প্রচার বিভাগ, রানাঘাট, নদীয়া, ১৯১২
৭. মিত্র, অশোক, (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা দ্বিতীয় খন্ড, দি ম্যানেজার অব পাবলিকেশনস্, সিভিল লাইন্সস্, দিল্লী, ১৯৬৮
৮. মণ্ডল, কাকলী (সম্পা.), লোকদর্পণ লোকসংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক বার্ষিক গবেষণা পত্রিকা প্রথম বর্ষ, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৩
৯. মণ্ডল, সুজয়কুমার, ও অন্যান্য, নদীয়ার ইতিবৃত্ত, দশম কল্যাণী বইমেলা কমিটি, সর্বশিক্ষা অভিযান, নদীয়া, ২০০৬

সহায়ক ওয়েবসাইট:

https://abhirup72.blogspot.com/2021/04/blog-post.html
https://www.thewall.in/west-bengal/north-bengal/09-11-2018-distnews-bhaiphota-at-birohi/tid/6836
https://jagobangla.in/the-siblings-of-the-two-communities-met-at-the-madangopal-temple-for-the-festival/
https://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2023/10/22/ সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি